

আমাদের মুক্তি সংগ্রাম।

আবুসাইদ মাহফুজ

ভূমিকাঃ

বিষয়টা নিয়ে ভাবছিলাম অনেক দিন থেকে। এ বিষয়ে চিন্তা বা ভাবার সূত্র বলা যায় একাধিক। তবে মৌলিকভাবে একটি, আমাদের মুক্তি সংগ্রাম। আমরা যারা দেশের বাইরে আছি দেশের জন্য কিছু একটা করার ইচ্ছা এবং প্রচেষ্টা প্রবাসীদের অনেকেরই কমবেশী থাকে বা আছে। অনেকেই একটা না একটা কিছু করেন। পার্থক্য শুধু যিনি যেভাবে সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি মনে করেন। দেশে অবস্থানরত কারো কারো মত দেশের বাইরে অবস্থানরত কারো কারো মন যে কলুষিত নয় তা কিন্তু মনে করার অবকাশ নেই।

দেশের কল্যাণের ইচ্ছা বা প্রচেষ্টার অভাব সম্ভবতঃ মোটেই নেই বা খুবই কম। কিন্তু তারপরও আমাদের সমস্যার সমাধান হচ্ছে না কেন? আমরা রাজনীতি করি, ধরে নেয়া যাক দেশের স্বার্থেই, আমাদের প্রতিজ্ঞা, আমাদের শপথ সবকিছু দেশের জন্য, মানুষের জন্য। ব্যক্তির চে' দল বড়, দলের চে' দেশ বড়, সর্বোপরি মানুষ বড়। আমরা ধর্ম প্রচার করি ধরে নেয়া যাক ভাল এবং আদর্শ মানুষ গড়ার প্রত্যয়ে দেশের স্বার্থেই, মানুষের চরিত্র সংশোধনের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্যই। আমরা শিক্ষকতা করি ধরে নেয়া যাক মানুষ গড়ার প্রত্যয়েই। আমরা যখন বক্তৃতা দেই তখন সেটাও দেশের মানুষের জন্যই দেই, জনগনের মুক্তির জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারের শপথ করি, প্রয়োজনে নিজের শরীরের তাজা রক্ত দিতেও প্রতিজ্ঞা করি, এর চে' আর বড় ত্যাগ আর কি হতে পারে। আমরা যে নির্বাচনে দাঁড়াই সেটাও কিন্তু নিজের জন্য নয় জনসেবার জন্যই দাঁড়াই। জনগনের অনুরোধেই নির্বাচনে দাঁড়াই। এজন্যই আমাদের পোস্টারের নীচে লেখা থাকে। আমাকে ভোট দিয়ে জনসেবার সুযোগ দিন।

আমরা যখন আড্ডায় বসি, সে আড্ডা হতে পারে সেই বগাদিয়া-বারাহীপুর ধামের নবী পুকুর পাড়ের চা দোকানের আড্ডা কিংবা বাংলাদেশ সচিবালয়ের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে অফিস সময় কামাই দিয়ে চুটিয়ে গাল গল্পের আড্ডা, কিংবা প্রবাস জীবনে অনেক দিন পর বেশ কিছু বাংগালীর ছোট খাট সম্মিলন (গেট টুগেদার)। সবখানেই কমবেশী আমরা বাংলাদেশের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি। আর এ সব আলোচনাগুলো যে একেবারে বস্তাপচা গালগল্প এমনটিও কিন্তু নয়। এসব আলোচনায়, ফেমাস বুদ্ধিজীবী, নিরব বোদ্ধা, কিংবা নিতান্তই রোড মাস্টার, তর্কিক, বাচাল সবধরনের লোকই অংশগ্রহণ করে থাকেন। (নিরব বোদ্ধা বলতে বুঝানো হয়েছে সেসব বুদ্ধিমান লোকদেরকে যারা বুঝেন সবই, কিন্তু মুখবাজ বা কলমবাজ নয়, কিংবা প্রচারে বিশ্বাস করেন না বরং প্রচারে শরমিন্দা হন)।

এসব আলোচনায় কখনো কখনো হাসিনা-খালেদা-নিজামী-এরশাদ সবার চৌদ্দ দু'গুণে আটাশ গৌষ্ঠি উদ্ধার করা হয়। কেউ কেউ রাজনৈতিক নেতাদের ধবংশ ও কামনা করেন। কেউবা দোষ দেন ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতির, কেউবা দোষ দেন সাম্রাজ্যবাদীদেরকে আমেরিকা, ভারত বা ব্রিটিশদেরকে। কেউবা আবার দোষ দেন আমাদের বাঙ্গালী খাসলতকে। এসব আলোচনায় বাঙ্গালী জাতীর বক্রিণ গোষ্ঠি উদ্ধার করতে ও আমরা কুষ্ঠিত হইনা, অনেকের মধ্যে হতাশা বিরাজ করে যে, এই বাঙ্গালী জাতীকে দিয়ে কোনদিন কিছু হবেনা। কেউ কেউ তো সরাসরি বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসকে কটাক্ষ করে মন্তব্য করেন। বাঙ্গালী জাতির আবেগপ্রবনতা নিয়ে কেউবা সম্রাট আওরঙ্গজেবের উদাহরণ টেনে আনেন যে, যে দেশে সকাল এবং বিকেলে জোয়ার ভাটায় উঠা নামা করে সে দেশে মানুষের আবেগের কোন স্থিরতা নাই। যে দেশের মানুষ শেখ মুজিবকে ৯৭% ভোট দেয়, শেখ মুজিবের জন্য তাহাজ্জুদ পড়ে সে দেশের মানুষই আবার শেখ মুজিবের অস্বাভাবিক এবং মর্মান্তিক মৃত্যুর পর আবার শোকের গোজার করে।

এসব আলোচনা, আড্ডা বা শোশ গল্পে অনেক সময়ই তত্ত্ব, এবং তথ্য সবই থাকে। এসব আলোচনা কখনো কখনো কেউ কেউ আবার বাঙ্গালী জাতির হিংসা প্রবণতা নিয়ে গল্প টানেন যে, দোজখের মধ্যে সব দোজখে পাহারাদার আছে শুধু একটা দোজখ ছাড়া যে দোজখে বাঙ্গালীরা আছে কারণ সে দোজখ থেকে একজন বাঙ্গালী বেরিয়ে আসতে চাইলে অন্য বাঙ্গালীরা টেনে তাকে আবার দোজখে নিয়ে যায়। বাঙ্গালীরা কোনদিন অন্য বাঙ্গালীর উন্নতি দেখতে পারে না।

আমাদের অনুন্নতির কারণ হিসেবে কেউবা আবার ধর্ম কিংবা মৌলবাদকে দায়ী করেন। কেউবা দায়ী করেন ইসলামকে। কারণ তাদের দৃষ্টিতে ইসলাম ধর্মেই যতসব মাথা গরম ওয়ালাদের স্থান। তারা মনে করেন, ইসলাম শুধু যুদ্ধ বিগ্রহই শিক্ষা দেয়, ইসলামের ইতিহাস শুধু যুদ্ধ বিগ্রহ দিয়েই ভরা। কেউবা সরাসরি দায়ী করেন জামায়াতে ইসলামীকে ধর্ম ভিত্তিক বা ধর্ম নিয়ে রাজনীতির কারণে, তাদের দৃষ্টিতে ধর্ম নিয়ে রাজনীতিটাই খারাপ। কেউবা দায়ী করেন তাবলীগ জামাত বা দেওবন্দী সিলসিলার হুজুরদেরকে তাদের দৃষ্টিতে তাবলীগি বা হাফিজ্জী-আমীন টাইপের চিন্তাটাই ব্যাক ডেটেড, পশ্চাত্মুখী, সংসার বিমুখ, অনুন্নত। কেউ কেউবা আবার গোটা ধর্ম এবং বিশ্বাসকেই দায়ী করেন কারণ তাদের দৃষ্টিতে ধর্ম বিশ্বাসটাই মানুষকে পশ্চাত্পদ করে, অন্ধ বানায়, হিংস্র বানায়। কেউবা আবার দায়ী করেন ধর্মহীনতা বা নাস্তিকতাবাদে বিশ্বাসীদেরকে, সমাজতন্ত্রকে। তাদের দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্র সবসময় মাকাল ফলের ভুল মরিচকা দেখায়। মিথ্যা সমীকরণ মেলায়। হাজার হাজার যুবককে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে জীবন নষ্ট করে। তাদের দৃষ্টিতে ধর্ম এবং অদৃশ্য শক্তিতে বিশ্বাস না থাকার কারণেই মানুষের চরিত্র উন্নত হয়না, সমাজ জীবনে আইন বা পুলিশ দিয়ে সবকিছু করা যায় না। মানুষের নৈতিক উন্নতি দরকার সেজন্য ধর্ম বা অদৃশ্য বিশ্বাস অপরিহার্য। তাছাড়া তারা মনে করে, নাস্তিকরা সবসময় নিজের মতলব হাসিলের জন্য অন্যের ঘাড়ে সওয়ার হয় এবং সর্বনাশ করে। তাঁরা মনে করেন, বিশ্বের সব মানুষ যদি সৃষ্টিকর্তার বিধান মতো চলতো তাহলে পৃথিবীটাই স্বর্গ হয়ে যেত।

প্রিয় পাঠক, আজকের এই রচনা মূলত এই একটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। এই প্রশ্নটাই এই রচনার ভূমিকা। প্রশ্নটা হলো আমাদের জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে সমস্যাটা আসলে কোথায়? আসলে আমাদের প্রতিবন্ধকতাটা কি? কমবেশী আমরা প্রায় সবাই জানি বা মনি যে, বাংলাদেশীদের মেধার কোন অভাব নাই। এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত, বিশেষত বিদেশে। তাহলে বাংলাদেশের এত অবনতি কেন? এটাই আমাদের এই ধবন্ধের আলোচ্য বিষয়। তাছাড়া এত মানুষ এতভাবে দেশের কল্যাণ কামনা করে, এত কষ্ট, এত পরিশ্রম, এত রক্ত তারপরও কেন আমাদের মুক্তি আসছে না।

আমাদের এই রচনা হবে ছোট খাট একটি গবেষণা। আশা করা যায়, এই রচনা ক্রমশ প্রকাশিত হবে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান থেকে প্রকাশিত মাসিক বাংলা আমার পত্রিকায়। এই রচনা হবে কিছুটা খোলা প্রকৃতির। অর্থাৎ এ রচনায় ধরা বাঁধা নিয়ম নাও থাকতে পারে। কখনো হতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কতৃক লিখিত তথ্যসূত্র সহ গবেষণাধর্মী বুদ্ধিভিত্তিক, কখনো দেখা যেতে নিতান্ত কাঁচা হাতের অখচ তত্ত্ব বা তথ্যভিত্তিক পাঠকের চিঠি আকারে। কখনো আসতে পারে সাক্ষাতকার বা অভিমত আকারে। এমনকি আসতে পারে কবিতা বা কৌতুক আকারে ও। তবে সকল লেখাতেই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হবে, আমাদের মুক্তি সংগ্রাম। উন্নতির সংগ্রাম, এগিয়ে যাবার সংগ্রাম। বিশ্বের বুক বুক উঁচিয়ে দাড়ানোর সংগ্রাম।

পাঠকদের যারা বাংলা আমার পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় পড়ার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা হয়তো মনে করতে পারছেন যে সেই সম্পাদকীয়তে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বুঝানো হয়েছে যে, এটাই বাংলা আমার পত্রিকার লক্ষ্য। এটাই মূলতঃ মাসিক বাংলা আমার পত্রিকার সম্পাদকীয় নীতিমালা। আমরা কখনোই বিশ্বাস করিনা যে, বাঙালী জাতির মেধার অভাব রয়েছে। আমরা মেধাবী জাতি, আমরা বুদ্ধিমান জাতি, আমরা সাহসী ও।

মাসিক বাংলা আমার মূলত আমাদের এই প্রকল্পেরই অংশ। আমাদের মুক্তি সংগ্রাম। উন্নতির সংগ্রাম, এগিয়ে যাবার সংগ্রাম। বিশ্বের বুক বুক উঁচিয়ে দাড়ানোর সংগ্রাম। এটা আমাদের একটি প্রকল্প। এ প্রকল্পে আমরা সমস্যার গভীরে যেতে চেষ্টা করবো। বাংলা আমার পত্রিকার সম্পাদকীয় নীতিমালা এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্য হিসেবে এই প্রকল্প পরিচালিত বা সম্পাদিত হবে বাংলা আমার পত্রিকার বর্তমান প্রকাশক এবং সম্পাদক আবুসাইদ মাহফুজ কর্তৃক।

এ ব্যাপারে সকল লেখক, গবেষক, চিন্তাবিদ, বোদ্ধা এবং পাঠকের অংশগ্রহণ শুধু কাম্যই নয় একান্তভাবে প্রার্থনীয়। আমরা সকলের সূচিন্তিত মতামত চাই সেই একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তরেঃ কেন এবং কি কারণে আমাদের বাংলাদেশের উন্নতি হচ্ছে না। সমস্যাটা আসলে কোথায়, সমাধান কিভাবে করা সম্ভব। আপনি যদি মনে করেন, বাংলাদেশের রাজনীতিটাই সমস্যা তাহলে লিখুন, মুক্তি দিন। আপনি যদি মনে করেন ধর্মটাই সমস্যা তাহলেও লিখুন। আপনার দৃষ্টিতে সমস্যা যেটাই মনে করেন তা প্রকাশ করুন। তবে অনুগ্রহ করে কারো বিরুদ্ধে ক্রোধ ক্ষোভ কিংবা গালাগাল নয়। মুক্তি এবং বুদ্ধি, তত্ত্ব এবং তথ্য দিয়ে লিখুন।

সমস্যাটা কোথায়?

(১) ঐ খানে :

সমস্যাটা আসলে ঐ যে, ঐ খানে। ঐ যে, ঐ জায়গায়। এখানে নয়। আমরা সবাই আঙ্গুল দিয়ে দেখাই, সমস্যাটা ঐ যে, ঐ খানে। হ্যাঁ আমরা সবাই "ঐ" শব্দটাই ব্যবহার করি। কেউ কখনো বলি না সমস্যাটা আসলে "এখানে"। আমি বলি তুমি, তুমি বল তুমি। সে বলে সে, আমি বলি সে। কিন্তু কেউ বলেনা আমি। হাসিনা বলে খালেদাই সকল সমস্যা, আবার খালেদা বলে হাসিনাই সকল নষ্টের মূল। বাম বুদ্ধিজীবীরা লেখেন, ধর্মটাই সমস্যা সৃষ্টি করছে আবার ধর্ম পন্থী বুদ্ধিজীবীরা লিখছেন ধর্মহীনতাই যত অধপতনের কারণ।

এ ব্যাপারে একটা মজার কথা প্রচলিত আছে যে, একজন ব্যক্তি যখন শাহাদাত অংশুলি (একটি অংশুলি) দিয়ে অন্যের দোষের দিকে অংশুলি নির্দেশ করে তখন সে ব্যক্তি টের পায় না যে, মূলত বাকি চারটি অংশুলি তার নিজের দিকেই তাকে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, সমস্যাটা আসলে তোমার নিজের মধ্যেই, বা তোমার মধ্যে এ রকম আরো চারগুণ বেশী সমস্যা রয়েছে।

অন্যকে দোষারোপ করার আগে আমরা কখনো চিন্তা করি না যে, আসলে আমি কি করছি। আমি কি করতে পারি। আমাদের রাসুলের মিস্তি খাওয়া বন্ধ করার পদ্ধতি সংক্রান্ত সেই হাদিসটি তো আমরা অনেকেই শুনে এসেছি। আমি নিজে যা করিনা অন্যকে তা করতে বলি কিভাবে। আর নিজেই যা করি অন্যকে না করতে নিষেধ করি বা কিভাবে।

উপরোক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের পরামর্শ হলো, প্রতিটি ব্যক্তি আয়নার সামনে গিয়ে একটু দাঁড়াই। দেখি তো, আমি মানুষটা আসলে কেমন? আসলে আমি কি করছি। অন্যের মধ্যে সমস্যা খোঁজার আগে আমার নিজের মধ্যে সমস্যাটা দেখি। একজন মানুষ যদি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের কোন দোষ খুঁজে না পায় তাহলে মনে করতে হবে ঐ মানুষটার মধ্যে আসলেই মারাত্মক কিছু সমস্যা রয়েছে। বিশ্বের সকল জ্ঞানী ব্যক্তির একটা কথায় প্রায় একমত যে, একজন জ্ঞানীর সংজ্ঞা হলো যে ব্যক্তি নিজের অজ্ঞতা বুঝতে পারে। ভাল মানুষের সংজ্ঞা হলো যে ব্যক্তি নিজের সমস্যা, নিজের দোষ ত্রুটি খুঁজে পায়। আমি যদি আমার দোষ খুঁজে না পাই তাহলে অনতিবিলম্বে আমাকে ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হওয়া উচিত। অন্যের দোষ ত্রুটি খুঁজে না বেড়িয়ে নিজের দিকে তাকান। আয়নার সামনে দাঁড়ান।

(২) মাই ওয়ে ইজ দা হাই ওয়েঃ

এরপর যে সমস্যাটা তা হলো। আমার মতটাই ঠিক আর কোনটাই নয় এমন ধরনের একগুঁয়ে মানসিকতা। অপরকে গ্রহণ করতে না পারার রোগ। সমস্যা সমাধান করতে হলে আমি যেভাবে বলি সেভাবেই করতে হবে। আমার দেয়া পথেই সব সমস্যার সমাধান রয়েছে। এটার আরেকটা দিক হলো, সমস্যা সমাধানের পথ যেটাই হোক যেভাবেই হোক কিন্তু কাজটা হতে হবে আমার মাধ্যমে। আমার নেতৃত্বে। নামটা হতে হবে আমার। মানুষ যেন আমার নামটা স্মরণ করে। রান্ধা ঘাট, কার্লভার্ট, চেয়ার টেবিল, গাছের পাতা, নদীর মাছ, মুরগী খামার সবখানেই আমার নাম, আমার সুনাম, আমার কতিত্ব বজায় থাকবে। কাজটা আপনি করেন তাতে আমার আপত্তি নেই পয়সাটা ও আপনি নেন তাতে ও আমার আপত্তি নেই কিন্তু নামটা যেন আমার থাকে। আমাকে একটু বজুতা করার যদি সুযোগ দেন। আমি শুধু জনগনকে বলতে চাই যে, কাজটা আমিই করেছি। আপনি একটা কাজের উদ্যোগ নিয়েছেন, আমি ও চেয়েছিলাম কাজটা হোক এবং চিষ্টাটা আমার মাথায় ও ছিল, কিন্তু যেহেতু উদ্যোগটা আপনি নিয়ে নিয়েছেন তাই নেতৃত্বটা আপনার কাছে চলে গেল শুধু সে কারণে আমার পক্ষে আর এ কাজকে সমর্থন করা সম্ভব নয়। আপনাকে সহযোগীতা করা তো দূরে থাক। এবার আমাকে একটা অজুহাত বের করতেই হবে কিভাবে আপনার কাজের বিরোধীতা করা যায়। প্রমাণ করা যে, কাজটা আপনি করতে পারছেন না। এটাও এক ধরনের রোগ।

উপরোক্ত সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে পরামর্শ হলোঃ একজন মানুষকে এটা বুঝতে হবে যে, পৃথিবীতে আমিভুবোধ হলো একটি সবচে' বড় সমস্যা। আমরা জানি শয়তান শয়তানে পরিণত হয়েছে শুধুমাত্র এই আমিভুবোধের কারণে। এই আমিভু নিয়েই পৃথিবীতে সবচে' বেশী সমস্যা সৃষ্টি হয়। তবে এ ক্ষেত্রে একটি খুবই সুক্ক বিষয় প্রাধান্যযোগ্য, তা হলো আমিভুবোধ এবং আত্মবিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য বোঝা। আমিভুবোধ হলো ধ্বংসাত্মক অপরদিকে আত্মবিশ্বাস হলো শক্তি। এই আমিভুবোধ এবং আত্মবিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য বুঝার জন্য দু'টি উদাহরণ দিচ্ছি। এক. ডেল কার্নেগী কোন এক লেখায় একটা উদাহরণ দিয়েছেন যে, তিন জন লোক একটি বই দেখে তাদের প্রতিক্রিয়া দেখায় এভাবে। প্রথমজন বইটা দেখেই তাচ্ছিল্যভরে বললেন, আমি ইচ্ছা করলে এর চে' ভাল বই লিখতে পারি। ডেল কার্নেগী বলেন এই ব্যক্তি আসলেই বই লিখতে পারবেন। সে শুধু হিংসায় ভোগে। দ্বিতীয় ব্যক্তি বইটি দেখে বলে, আরে বাপরে বাপ এমন বই একামাত্র মহাপুরুষরাই লিখতে পারে, আমাদের মত সাধারণ মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। ডেল কার্নেগী বলেন, এই দ্বিতীয় ব্যক্তিও বই লিখতে পারবে না। কারণ তার মধ্যে কোন আত্মবিশ্বাস নেই। তৃতীয় এক ব্যক্তি বইটি দেখে বলেন, আরে! বেশ সুন্দর বইতো, আমি ও তো চেষ্টা করলে এমন একটি বই লিখতে পারি। বলেই লোক চেষ্টায় নেমে গেল দেখি পারি কিনা। ডেল কার্নেগী বলেন এই লোকটাই আসলে বই লিখতে পারবে। এই লোকটার মধ্যে আত্মবিশ্বাস আছে কিন্তু হিংসা নাই। লোকটি বইটিকে দেখে তাচ্ছিল্য করেনি বরং সুন্দর বই বলে প্রশংসা করেছে।

দুই. দ্বিতীয় যে উদাহরণ পেশ করা হবে তা পবিত্র কোরআন থেকে। পবিত্র কোরআনে আত্মবিশ্বাস দিতে বলা হয়েছে, "তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদেরকে মানব জাতির কল্যাণের জন্য বাছাই করা হয়েছে। তোমরা মানুষকে সংকাজের অনুপ্রেরণা যোগাবে আর অসৎ কাজ থেকে অনুৎসাহিত করবে।.." পবিত্র কোরআনের এই আয়াতে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে ঘোষণা দিয়ে সাথে সাথেই তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা হলো আত্মবিশ্বাস। সাথে সাথে কোরআনের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে। "জমিনের মধ্যে অহংকার করে চলো না, তোমার অহংকার বা শক্তি দিয়ে তুমি যমীনকে ফুটো করে ফেলতে পারবেনা কিংবা তোমার উচ্চতা দিয়ে তুমি পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না।" কোরআন যে শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয়েছে সে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি গায়ের রং, বংশ মর্যাদা, ডিগ্রী নয় বরং তাকওয়া বা অন্য অর্থে মনস্বত্ববোধ, নিরাহংকরতা এবং জ্ঞান।

অহংকার বা আমিভুবোধ এবং আত্মবিশ্বাসের পার্থক্য নিয়ে আরেকটি দিকের অন্য একটি উদাহরণ দেয়া যাক পবিত্র কোরআন থেকেই। আমরা জানি শয়তান শুধুমাত্র তার এই আমিভুবোধের কারণেই শয়তানে হয়েছে। শয়তানের লজিক ছিল বৈষয়িক। শয়তানকে যখন প্রশ্ন করা হলো তুমি কেন আদমকে সেজদা করলে না? তখন শয়তানের উত্তর ছিল, "আমি তার (আদম) থেকে ভাল বা উপরের স্তরের। কারণ আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন থেকে আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে কাদা মাটি থেকে।" শয়তানের পেশ করা এই যুক্তি একটি বৈষয়িক স্বার্থ সংক্রান্ত যুক্তি। অর্থাৎ যেমন আমার শারিরীক গঠন বা উপাদান তোমার শারিরীক গঠন বা উপাদান থেকে ফর্সা বা উপরের ক্লাসের। এটাই অহংকার, এটাই আমিভুবোধ। কারো মধ্যে যদি টাকা পয়সা, সহায় সম্পদ, বংশ মর্যাদা, গায়ের রং, গাড়ী বাড়ীর বড়াই থাকে সেটাই অহংকার, সেটাই আমিভুবোধ। এ ব্যাপারে কোরআনের শিক্ষা হলো, "ইব্রাহীম আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতক্কাকুম।" অর্থাৎ তাকওয়া বা মানবিক গুণই হলো সম্মানের মাপকাঠি। শারিরীক গঠন বা উপাদান নয়, নয় কোন টাকা পয়সা, বংশ মর্যাদা বা অন্য কোন পদবী। আত্মবিশ্বাসের অন্য উপাদান হলো জ্ঞান, ডিগ্রী নয় জ্ঞান। আদমকে ফেরেশতাদের সামনে আনার আগে আল্লাহ পাক প্রথম যে কাজটি করলেন তা হলো তিনি আদমকে জ্ঞান দিলেন। দুনিয়ার সকল জিনিসের পরিচয় পেশ করা হলো আদমের কাছে। কোরআনের ভাষায় বলা হয়েছে, "আ'ল্লামা আদামা আল আসমা' আ কুল্লাহা.." আল্লাহ পাক আদমকে সকল কিছুই জ্ঞান দিয়েছেন। আদমের এই জ্ঞানকে পদার্থ বিদ্যা, জীব বিদ্যা এবং কোরআনের ইলম অনেক কিছুই বলা যেতে পারে। সকল দৃষ্টিকোণ থেকেই এটা স্পষ্ট যে, শ্রেষ্ঠত্ব আসতে পারে একমাত্র জ্ঞানের মাধ্যমে। জ্ঞানই আলো, অজ্ঞতাই অন্ধকার। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি কখনো মাই ওয়ে ইজ দা হাই ওয়ে বলবেন না।

আমাদের জাতিগত সমস্যা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা যখন দেখি আমরা সবাই কমবেশী "মাই ওয়ে ইজ দা হাই ওয়ে" রোগে ভুগি তখন নিঃসন্দেহে বলতে হবে আমাদের জ্ঞানের অভাব রয়েছে। সুতরাং আমাদের জাতীয় সমস্যা সমাধানের অন্যতম প্রধান ঔষধ হলো আমাদের জ্ঞান বাড়ানো। ডিগ্রী নয়, জ্ঞান। প্রচুর পরিমাণে পড়া দরকার। বলা নয়, শোনা দরকার। আমাদের নেতারা, আমাদের ইমামরা, আমাদের লেখক, সাংবাদিক, সাহিত্যিকরা, আমাদের বুদ্ধিজীবীরা। আপনি যা জানেন, যদি মনে করেন আপনি সব জেনে গেছেন তবে নিশ্চিত জেনে নিন যে, আপনি নিশ্চিত অজ্ঞতার মধ্যে আছেন। আমরা শুধু বলি, বক্তৃতা দেই, লেখি কিন্তু পড়ি না, শুনি না। বুঝতে চেষ্টা করি না। ভাবখানা এমন আমিই তো নেতা, আমিই তো ইমাম, আমিইতো বুদ্ধিজীবী আমাকে আবার শিখতে হবে কার কাছ থেকে।

প্রিয় পাঠক, একটা পরামর্শ সবার জন্য, আমি সহ সকলের উদ্দেশ্যে। "পড়ার মধ্যেই শান্তি, অন্যের কথা শোনার মধ্যেই সফলতা। আসুন আমরা সবাই পড়ার অভ্যাস করি। একটু শুনতে চেষ্টা করি, বলতে নয়। বলাটা একটু কমিয়ে দেই। অপরকে উপদেশ নয়, নিজেকে উপদেশ দেই। সাথে সাথে সকল হীনমন্যতা দূর করে আত্মবিশ্বাস জন্মাই, আমি বাঙ্গালী, আমি বাংলাদেশী, কারো চে' কোন অংশে কম নই। সাদা চামড়ার ককেশীয়ান কিংবা আলখাল্লা পরা আরবের চে' কোন অংশে আমি কম নই। আমি বাঙ্গালী, আমি বাংলাদেশী, আমি পারবো, আমি করবো এবং দেখিয়ে দেব আমি পারি।"

(৩) আবেগ প্রবণতা এবং মাথা গরম বা অসহনশীলতাঃ

ভৌগলিক অবস্থান নাকি খাদ্যের প্রভাব বা অন্য কিছু যে কারনেই হোক না কেন। আমাদের মাথাটা আসলেই খুবই গরম। প্রবাদ আছে না? কাকে কান নিয়ে গেছে এ কথা শুনা মাত্রই দৌড়াতে শুরু করে কান উদ্ধার করতে অথচ কানটা ধরে দেখেনা আসলেই কি কাক কানটা নিয়ে গেছে? সেই তাসলিমাকে নিয়ে কত হৈ, চৈ। গোলাম আজম আর রাজাকারদেরকে নিয়ে কি না হয়েছে বাংলাদেশে। এমনও সময় ছিল যে, সারা দেশে এমন কোন দেয়াল ছিল না যেখানে তাসলিমা, গোলাম আজম বা রাজাকারদেরকে নিয়ে দেয়াল লেখা হয়নি। ৯২-৯৩ সালে গোলাম আজমকে নিয়ে জাতীয় সংসদের সিংহ ভাগ সময় নষ্ট করা হয়েছে। অথচ শেষ পর্যন্ত কি হলো, তাসলীমা ও দিব্যি আছে। গোলাম আজম ও আছে, রাজাকাররাও ঠিকমতই আছে। লাভখানা কি হলো? মাঝখানে হয়তো বাংলাদেশের হাজার লক্ষ তরুন রাস্তায় মিছিল করতে গিয়ে নিজের ছাত্রত্বটা ধ্বংস করেছে। পরিণত হয়েছে, চাঁদাবাজে, সন্ত্রাসীতে। সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশের যুব সমাজের মধ্যে অবক্ষয়ের।

আপনি হয়তো হাসিনা, খালেদা, নিজামী কিংবা এরশাদের সমর্থক। আর নিজের দল বা নেতা নেত্রীর অন্ধ ভক্ত। এই অন্ধ এবং অজ্ঞ ভক্তির কারণে আপনি অন্য দলকে পায়খানার চে'ও বেশী ঘৃণা করেন। কিন্তু একবার ও কি জানতে চেয়েছেন যে, যাকে আপনি এত ঘৃণা করেন, সে নেতা বা ব্যক্তির মধ্যেও কোন গুণ থাকতে পারে যা দেখে বা জেনে আপনি অনুপ্রাণিত হবেন। আপনার নেতা বা নেত্রী আপনাকে শিখিয়েছে অন্য নেতা বা নেত্রীকে ঘৃণা করতে। সে জনাই আপনি ঘৃণা করেন। হতে পারে যে কারণে আপনি ঘৃণা করেন সেটা আসলেই একটা মিথ্যাচার। আপনি নিজেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জানেন না কেন আপনি ঘৃণা করেন অন্য একজন নেতা বা নেত্রীকে। আপনি শুধু ঐ পত্রিকা পড়েন যে পত্রিকা আপনার দলের পক্ষে লেখে, আপনার মতের পক্ষে লেখে, তাতে আপনার কাছে একপ্রকার সুখ লাগে, আপনার দলের বিরুদ্ধে লিখলেই আপনার মেজাজ খারাপ হয়, জ্বলাতে পোড়াতে কিংবা ভাংচুর করতে মন চায়। হতে পারে আপনার পঠিত পত্রিকা আসলে ঐ নেতা বা দল সম্পর্কে শুধুই মিথ্যাচার করে যাচ্ছে। আপনি কখনো অন্য দলের কথা শুনেন না বা শুনতে ভালো লাগেনা।

এ রকম আবেগপ্রবণতা এবং মাথা গরম আসলে এক ধরনের মানসিক রোগ। সত্যিকার অর্থে এ ব্যাপারে একটি একাডেমিক গবেষণা হতে পারে আমাদের মাথাটা এত গরম কেন? আমরা কেন কোন ঘটনা তলিয়ে দেখিনা। ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। যাকে পছন্দ হয়না তার পায়খানা দেখলেও মেজাজ খারাপ হয়। এই বদ মেজাজটাই আসলে একটা রোগ।

অনেকে মজা করে বলেন যে, আসলে আমরা যে খুব মরিচ এবং ঝাল খাই এই ঝালেরই প্রভাব এই বদমেজাজ। কথাটা যদিও নিতান্তই কৌতুক তবুও বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করার বিষয় রয়েছে। এটা কি আসলেই কোন প্রকার খাদ্যের প্রতিক্রিয়া কিনা? স্বভাবতই উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পশ্চিমারা এ ব্যাপারে অত্যন্ত পাকা। এরা কখনোই মাথা গরম করে না বা দেখায় না। রাগ বা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কোন অঘটন ঘটানোও খুবই বিরল। পশ্চিমাদেরকে চালাক, স্বার্থপর, প্রতারক, শয়তান এরকম অনেক খারাপ বিশেষণে হয়তো বিশেষিত করতে পারবেন কিন্তু তাদের মাথা গরম এমন বদনাম করলে কথাটা ভুল বলা হবে। মজার ব্যাপার আমাদের মাথা গরম দেশের লোকজনদের ছেলেমেয়েরা যারা এ দেশে জন্ম বা বড় হয় তারা কিন্তু তাদের উত্তরসূরীদের মত এত মাথা গরম ওয়ালা হয়না। তাতে অনুমান করা যেতে পারে যে, ব্যাপরটা জেনেটিক বা বংশানুক্রমিক হয়তো নয়। এর সাথে খাদ্য, আবহাওয়া, শিক্ষা এসব কিছু জড়িত থাকা সম্ভব।

উপরোক্ত সমস্যা সমাধানে আমাদের পরামর্শ হলো। ভাই দয়া করে মাথাটা ঠাণ্ডা রাখুন। যাই করবেন, করতে চান করুন কিন্তু বুঝে শুনে করুন। ঠিক বেঠিক বুঝে করুন। আপনার মতের বাইরে গেলেই সহ্য করবেন না এমন মত পরিহার করুন। পৃথিবীটা অনেক বড়। হতে পারে আপনি যা জানেন ভুল জানেন বা ভুল ভাবে জানেন। হতে পারে সত্যটা লুকিয়ে আছে আপনার জানার বাইরে। মেজাজটা খারাপ করবেন না, মেজাজ ঠাণ্ডা রাখার সব রকম ব্যবস্থা নিন। মাঝে মাঝে একটু বাইরে বেড়াতে যান। আপনার পরিমণ্ডল থেকে

বেরিয়ে জগৎটাকে দেখুন। খাবার দাবার ঠিকমত খাবেন, নিয়মিত ঘুম হচ্ছে কিনা দেখুন, পায়খানা ঠিকমত হচ্ছে কিনা দেখুন। ঘুম এবং পায়খানা ঠিকমত না হলে প্রচুর পরিমাণে পানি খাবেন। শাক সজ্জি খাবেন, সবসময় হাসি মুখে থাকার চেষ্টা করবেন। প্রচুর পড়াশোনা করুন, অন্যকে জানার চেষ্টা করুন, অন্যকে বুঝতে চেষ্টা করুন।

প্রিয় পাঠক, আপনারা অনেকে হয়তো মিটি মিটি হাসছেন আমার উপরোক্ত কথাগুলো পড়ে, ভাবছেন, এই পাগলটা বলে টা কি? ধান বাঁধতে শীবের গীত। কোথায় আমাদের মুক্তি সংগ্রাম শিরোনামে লিখতে বসে ঘুম ঠিকমত হচ্ছে কিনা, বেশী করে পানি খাবার পরামর্শ দেয়, পাগল আর কারে বলে। কোথা থেকে কোথায় যায়। নারে ভাই, (বা বোন), আমি সত্যি সত্যি মনে করি আমাদের মাথাটা আসলেই একটু গরম। আমাদের মাথায় বুদ্ধি আছে কিন্তু এই গরম মাথার কারণে অনেক কিছুই করতে পারিনা। (চলবে)